ASTRO ARPITA NATH

দেব, মনুষ্য ও রাক্ষস গণ: কুণ্ডলী মিলনে গণ বিচার

Arpita Nath দ্বারা · যোগ, দোষ ও মিলন · 2026-09-20

বৈদিক জ্যোতিষে (Jyotish), গণ কূট হলো অষ্টকূটের (Ashtakoota) আটটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মধ্যে একটি, যা যোটক বিচার এবং জন্মছকের সামঞ্জস্যতা (কুণ্ডলী মিলন বা Kundli Milan)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সম্পর্ক মেলানোর বাইরেও, আপনার গণ আপনার সহজাত স্বভাব, প্রবৃত্তিগত প্রকৃতি, শক্তির কম্পাঙ্ক (এনার্জেটিক ভাইব্রেশন) এবং বিশ্বের প্রতি আপনার মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

আপনার জন্মের সময় চাঁদের নক্ষত্র (জন্ম নক্ষত্র) দ্বারা আপনার গণ নির্ধারিত হয়। ২৭টি নক্ষত্রকে সমানভাবে নয়টি করে নক্ষত্র নিয়ে তিনটি প্রাথমিক বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

১. দেব গণ (দিব্য / সাত্ত্বিক)
২. মনুষ্য গণ (মানবীয় / রাজসিক)
৩. রাক্ষস গণ (উগ্র / তামসিক)

এই তিনটি রূপ বা আর্কিটাইপ বোঝা একজন ব্যক্তি কীভাবে আবেগ প্রক্রিয়া করেন, দ্বন্দ্বে প্রতিক্রিয়া দেখান এবং দৈনন্দিন মানবিক সম্পর্কের পথ চলেন তা উন্মোচন করতে সাহায্য করে।

১. দেব গণ (দিব্য স্বভাব)

• **নিয়ন্ত্রক গুণ:** সত্ত্ব (পবিত্রতা, আলো, প্রজ্ঞা, শান্তি)

• **নক্ষত্র**: অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুনর্বসু, পুষ্যা, হস্তা, স্বাতী, অনুরাধা, শ্রবণ, রেবতী।

• **মূল দর্শন:** অহিংসা, পরোপকার, উচ্চতর নৈতিকতা এবং মানসিক প্রশান্তি।

প্রধান ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য -

দেব গণে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরা স্বভাবতই দয়া, সহানুভূতি, কূটনীতি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি আগ্রহী হন। তাঁরা এমন পরিবেশ পছন্দ করেন যা সুরেলা, শান্তিপূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন।

• **আচরণগত ধরণ:** ভদ্র, মৃদুভাষী, ধৈর্যশীল এবং উদার। তাঁরা প্রায়শই পরিবার এবং কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক শান্তিস্থাপক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

• **সংঘাত নিরসন:** দেব গণের জাতক-জাতিকারা প্রত্যক্ষ আগ্রাসন এড়িয়ে চলেন। তাঁরা আলোচনা, ক্ষমা এবং নৈতিক সমঝোতা পছন্দ করেন। প্রতিকূল, বিষাক্ত বা অত্যন্ত আক্রমণাত্মক পরিবেশে তাঁরা প্রায়শই মানিয়ে নিতে লড়াই করেন বা নিজেদের গুটিয়ে নেন।

• **দুর্বলতা:** তাঁদের নম্র এবং বিশ্বাসপ্রবণ স্বভাবের কারণে, বাস্তব জীবনের কঠোর পরিস্থিতিতে তাঁরা কখনও কখনও অতিরিক্ত সরল হতে পারেন, সহজে প্রভাবিত হতে পারেন বা কঠোর সীমারেখা নির্ধারণ করতে ধীর হতে পারেন।

২. মনুষ্য গণ (মানবীয় স্বভাব)

• **নিয়ন্ত্রক গুণ:** রজঃ (আবেগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কর্মচঞ্চলতা, বাস্তববাদিতা)

• **নক্ষত্র**: ভরণী, রোহিণী, আর্দ্রা, পূর্ব ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, পূর্ব ভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ।

• **মূল দর্শন:** বাস্তববাদিতা, পার্থিব স্থিতিশীলতা, আত্মরক্ষা এবং পারিবারিক কল্যাণ।

প্রধান ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ -

মনুষ্য গণ দৈনন্দিন মানবীয় অবস্থাকে নির্দেশ করে - আদর্শ এবং বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্যে ভারসাম্য। এই গণে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরা বাস্তববাদী, পরিশ্রমী, বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন এবং সামাজিক মর্যাদা, ক্যারিয়ারের অগ্রগতি ও পারিবারিক নিরাপত্তার দ্বারা প্রবলভাবে চালিত হন।

• **আচরণগত ধরন:** বাস্তবধর্মী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আত্মনির্ভরশীল এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল। তাঁরা সামাজিক সুনাম, রীতিনীতি এবং আর্থিক স্বাধীনতার ব্যাপারে গভীরভাবে যত্নশীল।

• **দ্বন্দ্ব সমাধান:** বাস্তবসম্মত এবং পরিমিত। তাঁরা কোনো উগ্র স্বভাবের মতো অপ্রয়োজনে বিবাদে জড়াবেন না, আবার পুরোপুরি দেবসুলভ প্রকৃতির মতো অনির্দিষ্টকালের জন্য সব সহ্যও করবেন না। অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হলে তাঁরা নিজেদের অধিকার রক্ষা করেন।

• **দুর্বলতা:** তাঁরা পার্থিব ফলাফল, সামাজিক স্বীকৃতি, সামাজিক মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়তে পারেন। ভারসাম্যহীন অবস্থায়, তাঁরা জাগতিক সাফল্য নিয়ে উদ্বেগে ভুগতে পারেন।

৩. রাক্ষস গণ (তীব্র / প্রতিরক্ষামূলক স্বভাব)

• **নিয়ামক গুণ:** তমস (তীব্রতা, আদিম শক্তি, রূপান্তর, কঠোর আত্মরক্ষা)

• **নক্ষত্র**: কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মঘা, চিত্রা, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা।

• **মূল দর্শন:** টিকে থাকা, আধিপত্য, সত্য উদঘাটন, অন্তর্জ্ঞানের শক্তি এবং নির্ভীকভাবে সীমা নির্ধারণ।

ব্যক্তিত্বের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ -

আধুনিক পপ-সংস্কৃতিতে "অশুভ" বা "মন্দ" অর্থে ব্যবহারের কারণে 'রাক্ষস' শব্দটি প্রায়শই ভুলভাবে বোঝা হয়। জ্যোতিষে রাক্ষস গণ কেবল একটি তীব্র, আদিম, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীল এবং লড়াকু শক্তিকে নির্দেশ করে। এই জাতক-জাতিকারা সহজাত অভিভাবক, সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ এবং যোদ্ধা হন, যাদের সহজে বোকা বানানো বা বশ করা যায় না।

• **আচরণের ধরণ**: স্পষ্টভাষী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, অন্তর্জ্ঞানী, নির্ভীক এবং প্রচলিত ধারার বাইরের। তাদের একটি সহজাত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রয়েছে যা অন্যদের গোপন উদ্দেশ্য, প্রতারণা এবং কপটতা মুহূর্তের মধ্যে ধরে ফেলে।

• **দ্বন্দ্ব সমাধান:** সরাসরি এবং আপসহীন। তারা দ্বন্দ্ব, মুখোমুখি সংঘাত বা অপ্রচলিত ও সেকেলে কাঠামো ভাঙতে ভয় পান না। তারা নিজেদের জন্য, নিজেদের নীতির জন্য এবং যাদের রক্ষা করেন সেই দুর্বলদের জন্য তীব্রভাবে লড়াই করেন।

• **দুর্বলতা**: কখনো কখনো অতিরিক্ত কঠোর, সন্দেহপ্রবণ, সরাসরি আক্রমণাত্মক বা ক্ষমাহীন বলে মনে হতে পারে। লোকদেখানো আনুষ্ঠানিকতা বা সিদ্ধান্তহীনতার প্রতি তাদের ধৈর্য খুব কম থাকে।

গণের জন্য অষ্টকূট বিবাহ মিলনের নিয়মাবলী

চিরাচরিত সম্পর্কের সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে, মোট ৩৬ পয়েন্টের (গুণ) ব্যবস্থার মধ্যে গণ কূট ৬ পয়েন্ট বহন করে। এটি মূল্যায়ন করে যে দম্পতির মানসিক তরঙ্গ এবং সংঘাত পরিচালনার ধরণ একে অপরের সাথে মানিয়ে নেবে নাকি সংঘাত সৃষ্টি করবে:

• **একই গণ (দেব + দেব, মনুষ্য + মনুষ্য, রাক্ষস + রাক্ষস):** ৬ / ৬ পয়েন্ট। সেরা সমন্বয়। উভয় সঙ্গীর মধ্যেই একই ধরনের সহজাত প্রতিক্রিয়া, মানসিক সহনশীলতা এবং যোগাযোগের ধরণ থাকে।

• **দেব + মনুষ্য:** ৫ / ৬ পয়েন্ট। শুভ এবং সহায়ক। দেব স্বভাবের সঙ্গী সম্পর্কের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মান উন্নত করে, অন্যদিকে মনুষ্য স্বভাবের সঙ্গী পরিবারকে বাস্তবতার সাথে যুক্ত রাখে।

• **মনুষ্য + রাক্ষস:** ০ থেকে ১ পয়েন্ট। মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। ভারসাম্যপূর্ণ কোনো উপাদান না থাকলে, রাক্ষসের তীব্র শক্তি মনুষ্যের প্রথাগত ও নিরাপত্তা-সন্ধানী স্বভাবকে দমিয়ে দিতে পারে বা ক্লান্ত করে তুলতে পারে।

• **দেব + রাক্ষস:** ০ / ৬ পয়েন্ট (গণ দোষ)। ধ্রুপদী গ্রন্থগুলোতে ঐতিহ্যগতভাবেই এখানে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কারণ তাদের মূল প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত: কোমল, ক্ষমাশীল কূটনীতি (দেব) প্রতিনিয়ত সন্দেহপ্রবণ, তীব্র এবং স্পষ্টবাদী মুখোমুখি অবস্থানের (রাক্ষস) সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়।

গণ দোষের গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমসমূহ

গণ মিলনের কম স্কোর মানেই এই নয় যে একটি সম্পর্ক সফল হতে পারবে না। সনাতন বৈদিক জ্যোতিষে এর জোরালো খণ্ডন (ভঙ্গ)-এর নিয়ম রয়েছে:

১. চন্দ্র রাশির অধিপতিদের গ্রহগত মিত্রতা (রাশি মৈত্রী): উভয়ের চন্দ্র রাশির অধিপতিরা যদি পরস্পরের মিত্র হন (যেমন, বৃহস্পতি ও মঙ্গল অথবা শুক্র ও শনি), তবে গণ দোষ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রশমিত হয়।

২. একই চন্দ্র রাশি (এক রাশি): উভয়ের চন্দ্র রাশি যদি একই হয় কিন্তু নক্ষত্র আলাদা হয়, তবে এই দোষ বিনষ্ট হয়ে যায়।

৩. নাড়ী কূটের সামঞ্জস্য: যদি ৮ পয়েন্টের নাড়ী কূট (জিনগত, শারীরবৃত্তীয় ও আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য) শক্তিশালী এবং দোষমুক্ত থাকে, তবে তা গণ পার্থক্যের ঘাত-প্রতিঘাতকে অতিক্রম করতে পারে।

৪. শক্তিশালী ডি৯ (নবাংশ) লগ্ন ও সপ্তম ভাব: একটি অনুকূল নবাংশ চক্র এবং বৃহস্পতির পারস্পরিক দৃষ্টি এমন পরিপক্কতা ও শুভ প্রভাব প্রদান করে, যা স্বভাবগত যেকোনো পার্থক্য দূর করতে অত্যন্ত সহায়ক।

https://astroarpitanath.com/bangla/the-three-ganas/
জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।